দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 08 AUG 2008
08 AUG 2008

ফ্যাশন ও টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হোক

রফতানীমুখী তৈরী পোশাক শিল্পের মালিক সমিতি বিজিএমইএ একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করেছে। ফ্যাশন, বস্ত্র, প্রযুক্তি এবং শিল্প ব্যবস্থাপনার ওপর উচ্চতর শিক্ষাদান এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য। প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, বিজিএমইএ'র প্রেসিডেন্ট আনোয়ারুল আলম চৌধুরী পারভেজের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গত বুধবার বাণিজ্যমন্ত্রী হোসেন জিল্লুর রহমানের নিকট এই প্রস্তাবটি পেশ করেন। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম হবে 'ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি' অর্থাৎ ফ্যাশন ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। বিজিএমইএ'র ফ্যাশন ও টেকনোলজি ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান বেনজীর আহমদ বলেছেন, বিজিএমইএ ইতোমধ্যেই বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ইন্সটিটিউটগুলো থেকে দক্ষ ফ্যাকালটি এবং সর্বশেষ কারিকুলাম বা পাঠ্যসূচী প্রণয়ন সহায়তার আশ্বাস পেয়েছে। জার্মানীর নিদের হেইন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্যের লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি এবং অস্ট্রেলিয়ার রয়াল ইন্সটিটিউট অব মেলবোর্ন ফ্যাকালটি এবং কারিকুলাম সরবরাহ করবে। বিজিএমই নেতারা বলেন, উত্তরায় এখন বিজিএমইএ'র যে ইন্সটিটিউটটি রয়েছে সেখানে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যায়ের ক্লাস সাময়িকভাবে শুরু করা যেতে পারে। ইত্যবসরে গাজীপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলো নির্মিত হলে সেখানে এটি স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হবে।

টেক্সটাইল, ফ্যাশন এবং টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের নিকট পেশ করার জন্য আমরা বিজিএমইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। '৮০ দশকের মধ্যভাগ থেকেই শুরু হয়েছে পোশাক শিল্প রফতানীর অগ্রযাত্রা। তারপর প্রায় ২৫ বছর হল পোশাক শিল্প এগিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। অথচ এই আড়াই দশকে বাংলাদেশে ৪/৫টি সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং ক্ষমতা থেকে চলে গেছে। দুঃখের বিষয়, কোনো সরকারের মাথাতেই টেক্সটাইল টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তা ঢোকেনি। অথচ এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা অনেক আগেই হওয়া উচিৎ ছিল এবং ইতোমধ্যে তা বাস্তবায়িত হওয়াও দরকার ছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সরকার শুধু পলিসি সাপোর্ট দিয়েছে। পোশাক শিল্প আজ উন্নতি ও বিকাশের জন্য যে পর্যায়ে এসেছে– সে জন্য প্রধান কৃতিত্বের দাবীদার বেসরকারী খাত। সর্বশেষ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গত জুন মাসে যে আর্থিক বছর শেষ হয়েছে, সেই আর্থিক বছরে তৈরী পোশাক রফতানী করে বাংলাদেশ আয় করেছে ১০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ৭০ হাজার ৭শ' কোটি টাকা। গার্মেন্টস সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা ২২ লাখ। দেশের অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ এখন তৈরী পোশাক শিল্প। অথচ এমন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টরে প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ এবং ব্যবস্থাপক নেই। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার অভাবে প্রয়োজনীয় মূল্য সংযোজন হচ্ছে না এবং এ শিল্পের মান সামগ্রিকভাবে উন্নীত হচ্ছে না। সুপ্রশিক্ষিত দক্ষ কারিগর ও ব্যবস্থাপকদের স্বল্পতার কারণে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং গণচীন থেকে গার্মেন্টস মালিকরা অত্যন্ত উচ্চ বেতনে দক্ষ প্রযুক্তিবিদ আনতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে বেরিয়ে আসা অসংখ্য গ্র্যাজুয়েট এবং মাষ্টার ডিগ্রী হোল্ডাররা একটি চাকরির জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করছেন। দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞরা এখন বলছেন, আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে যে ক'টি দেশ মধ্যমসারির আয়ের দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে– তার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। এটি বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই একটি [illegible]ব্যঞ্জক সংবাদ। সেই আশা বাস্তবায়িত করতে হলেও কারিগরি এবং প্রযুক্তি[illegible] অত্যন্ত দ্রুতগতিতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। গণচীনের অর্থনীতি যারা স্টাডি করেছেন তারা দেখেছেন, এই বিশাল দেশটির দ্রুত বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির মূলে রয়েছে প্রযুক্তি এবং কারিগরি বিষয়কে করায়ত্ত করা। এখনও দেশ-বিদেশের অনেক লোক বলেন, বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প সার্বিক অর্থে ঠিক শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। এখানে পোশাক শিল্প বলতে যেটা বোঝা যায় সেটি হল, পোশাক সেলাই করা। সে জন্য অনেকে ঠাট্টা করে বলেন, বাংলাদেশে এখন এটি হল 'দর্জি বিজ্ঞান শিল্প'। সে কারণেই অর্থনীতিবিদরা মাঝে মাঝে বলেন, গার্মেন্টস শিল্প থেকে যে হাজার হাজার কোটি টাকা আয় দেখানো হয়, সেটি তো আসলে নীট আয় নয়। নীট আয় নয় বলেই ভ্যালু অ্যাডিশন বা মূল্য সংযোজন অত্যন্ত কম।

সেই মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করতে হলে ক্রেতাকে ডিজাইন নির্ধারণ করতে হবে বাংলাদেশকেই। ফ্যাশনও সরবরাহ করতে হবে বাংলাদেশকেই। এই ডিজাইন এবং ফ্যাশন হল পোশাকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিশয। আর এটা একটি আইডিয়ার ব্যাপার যা গড়ে তোলার জন্য একাডেমি শিক্ষা অপরিহার্য। সেই আইডিয়া ধারণ করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আমেরিকা। সেই মস্তিষ্কজাত আইডিয়াই ডিজাইন হিসেবে বিক্রি করছে তারা। বাংলাদেশকেও বস্ত্র ও পোশাকে নিত্যনতুন হাল ফ্যাশনের ডিজাইন উদ্ভাবন করতে হবে। যদি বাংলাদেশ ডিজাইন সরবরাহ করতে পারে তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণেই সে ডিজাইন পশ্চিমাদের তুলনায় অনেক সস্তা হবে। তখন ডিজাইনের জন্য পশ্চিমারা বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল হবে। বাংলাদেশ আজ বিশাল শিক্ষিত জনগোষ্ঠী একটি চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। অথচ এই শিক্ষিত যুবক বেকারদের যদি প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাশন ও বস্ত্র প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া যায়, যদি নিত্যনতুন নকশা উদ্ভাবনে তারা পারদর্শী হয় এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে উৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহলে সমাজের ওপর তারা আর বোঝা হবে না। বরং গার্মেন্টস শিল্পের জন্য তারা সম্পদে পরিণত হবে। গার্মেন্টসের অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য কালবিলম্ব না করে প্রস্তাবিত ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি স্থাপন করা প্রয়োজন। জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই প্রস্তাবটি পেশ করার জন্য বিজিএমইএকে পুনরায় ধন্যবাদ।